سورة الاعلى

সূরা আ'লা

মক্কায় অবতীর্ণঃ ১৯ আয়াত ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝١ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۝٢ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۝٣ وَالَّذِي
أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۝٤ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ ۝٥ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ۝٦ إِلَّا مَا
شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ۝٧ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۝٨ فَذَكِّرْ
إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ۝٩ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ۝١٠ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ۝١١
الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ۝١٢ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۝١٣ قَدْ أَفْلَحَ
مَن تَزَكَّىٰ ۝١٤ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۝١٥ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝١٦ وَالْآخِرَةُ
خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝١٧ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۝١٨ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ۝١٩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন, (২) যিনি সৃষ্টি করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন (৩) এবং যিনি সুপরিমিত করেছেন ও পথপ্রদর্শন করেছেন (৪) এবং যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেছেন, (৫) অতঃপর করেছেন তাকে কাল আবর্জনা। (৬) আমি আপনাকে পাঠ করাতে থাকব, ফলে আপনি বিস্মৃত হবেন না— (৭) আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা করেন, তা ব্যতীত। নিশ্চয় তিনি জানেন প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়। (৮) আমি আপনার জন্য সহজ শরীয়ত সহজতর করে দেবো। (৯) উপদেশ ফলপ্রসূ হলে উপদেশ দান করুন, (১০) যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে, (১১) আর যে হতভাগা, সে তা উপেক্ষা করবে, (১২) সে মহা-অগ্নিতে প্রবেশ করবে। (১৩) অতঃপর সেখানে সে মরবেও না, জীবিতও থাকবে না। (১৪) নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয় (১৫) এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, অতঃপর নামায আদায় করে। (১৬) বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, (১৭) অথচ পরকালের

জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। (১৮) এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে; (১৯) ইবরাহীম ও মূসার কিতাবসমূহে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে পয়গম্বর) আপনি (এবং যারা আপনার সঙ্গে রয়েছে, সবাই) আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন, যিনি (যাবতীয় বস্তুনিচয়কে) সৃষ্টি করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন (অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু উপযুক্তরূপে সৃষ্টি করেছেন) এবং যিনি (প্রাণীদের জন্য তাদের উপযুক্ত বস্তু) নির্ণয় করেছেন, অতঃপর (তাদেরকে সেসব বস্তুর দিকে) পথ প্রদর্শন করেছেন (অর্থাৎ তাদের মনে সেসব বস্তুর চাহিদা সৃষ্টি করে দিয়েছেন) এবং যিনি (সবুজ সদৃশ) তৃণাদি (মাটি থেকে) উৎপন্ন করেছেন, অতঃপর করেছেন তাকে কাল আবর্জনা। (প্রথমে সাধারণ সৃষ্টিকর্ম, প্রাণী সম্পর্কিত সৃষ্টিকর্ম ও উদ্ভিদ সম্পর্কিত সৃষ্টিকর্ম উল্লেখ করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, আনুগত্যের মাধ্যমে পরকালের প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। সেখানে কাজকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি হবে। এই আনুগত্যের পন্থা বলার জন্যই আমি কোরআন নাযিল করেছি এবং আপনাকে তা প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছি। অতএব এই কোরআন সম্পর্কে আমার প্রতিশ্রুতি এই যে) আমি (যতটুকু) কোরআন (নাযিল করব, ততটুকু) আপনাকে পাঠ করাতে থাকব (অর্থাৎ মুখস্থ করিয়ে দিব) ফলে আপনি (তার কোন অংশ) বিস্মৃত হবেন না আল্লাহ্ যতটুকু (বিস্মৃত করতে) চান, ততটুকু ব্যতীত। (কারণ, এটাও রহিত করার এক পন্থা। আল্লাহ্ বলেন: مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا এরূপ অংশ আপনার সবার মন থেকে ভুলিয়ে দেওয়া হবে। এই মুখস্থ করানো ও বিস্মৃত করানো সবই রহস্যোপযোগী হবে। কেননা) তিনি প্রকাশ্য ও গোপন বিষয় জানেন। (তাই কোনকিছুর উপযোগিতা তাঁর কাছে গোপন নয়। যখন যে বিষয়কে সংরক্ষিত রাখা উপযুক্ত মনে করেন, সংরক্ষিত রাখেন এবং যখন বিস্মৃত করা উপযুক্ত মনে করেন, বিস্মৃত করে দেন। আমি যেমন আপনার জন্য কোরআনকে সহজ করে দেব, তেমনি) আমি আপনাকে সহজ শরীয়তের জন্য (অর্থাৎ শরীয়তের আদেশ অনুযায়ী চলার জন্য) সুবিধা দান করব। (অর্থাৎ সহজে বোঝাতে পারবেন, সহজে আমল করতে পারবেন এবং সহজে প্রচার করতে পারবেন। সকল বাধাবিপত্তি অপসারিত করে দেব। শরীয়তকে প্রশংসার্থে সহজ বলা হয়েছে অথবা এ কারণে যে, এটা সহজ হওয়ার কারণ। ওহী সম্পর্কিত প্রত্যেক কাজ যখন সহজ করার ওয়াদা আমি করছি, তখন) আপনি (নিজে যেমন পবিত্রতা বর্ণনা করেন তেমনি অপরকেও) উপদেশ দিন যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয়। (বলা বাহুল্য, উপদেশ উপকারীই হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ্ বলেন: فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ — কাজেই আপনি সযত্নে উপদেশ দিন। এতদসত্ত্বেও উপদেশ সবার জন্যই উপকারী নয়;

বরং) উপদেশ সে ব্যক্তি গ্রহণ করে, যে (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে। (পক্ষান্তরে) যে হতভাগা, সে তা উপেক্ষা করে। (ফলে) সে (অবশেষে) মহা অগ্নিতে (অর্থাৎ জাহান্নামে) প্রবেশ করবে; অতঃপর সেখানে সে মরবেও না এবং (সুখে) জীবিতও থাকবে না। (অর্থাৎ যেখানে উপদেশ গ্রহণ করার যোগ্যতা নেই, সেখানে উপদেশ ব্যর্থ হলেও উপদেশ স্বতন্তই উপকারী বটে। উপদেশ দান আপনার দায়িত্বে ওয়াজিব হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এ পর্যন্ত সারমর্ম এই যে, আপনি নিজেও পূর্ণতা অর্জন করুন এবং অপরের কাছেও প্রচার করুন। আমি আপনার সহায়। কোরআন শুনে বাতিল বিশ্বাস ও হীন চরিত্র থেকে) সে ব্যক্তি সাফল্য লাভ করে যে শুদ্ধ হয় এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, অতঃপর নামায আদায় করে। (কিন্তু হে অবিশ্বাসীরা, তোমরা কোরআন শুনে কোরআনকে মান্য কর না এবং পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ কর না; বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকাল দুনিয়া অপেক্ষা) উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। (এই বিষয়টি কেবল কোরআনেরই দাবী নয় বরং) এটা (অর্থাৎ এই বিষয়টি) পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও (লিখিত) রয়েছে অর্থাৎ ইবরাহীম ও মূসা (আ)-র কিতাবসমূহে।—[রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত আছে ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি দশটি সহীফা এবং মূসা (আ)-র প্রতি তওরাত অবতরণের পূর্বে দশটি সহীফা তথা ছোট কিতাব নাযিল হয়েছিল]।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মাস'আলা ঃ আলিমগণ বলেন ঃ নামাযের বাইরে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى তিলাওয়াত করলে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى বলা মুস্তাহাব। সাহাবায়ে কিরাম এই সূরা তিলাওয়াত শুরু করলে এরূপ বলতেন।—(কুরতুবী)

o ওকবা ইবনে আমের জোহানী (রা) বর্ণনা করেন, যখন সূরা আ'লা নাযিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ اِجْعَلُوْهَا فِيْ سُجُوْدِكُمْ—অর্থাৎ তোমরা سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى কালেমাটি সিজদায় পাঠ কর। تَسْبِيْح শব্দের অর্থ পবিত্র রাখা, পবিত্রতা বর্ণনা করা। سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ-এর অর্থ এই যে, আপন পালনকর্তার নাম পবিত্র রাখুন। অর্থাৎ পালনকর্তার নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন। আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করার সময় বিনয়, নম্রতা ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। তাঁর উপযুক্ত

নয়---এমন যাবতীয় বিষয় থেকে তাঁর নামকে পবিত্র রাখুন। এর এক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ্ স্বয়ং নিজের যেসব নাম বর্ণনা করেছেন, তাঁকে কেবল সেসব নামের মাধ্যমেই ডাকুন। অন্য কোন নামে তাঁকে ডাকা জায়েয নয়।

o এর অপর অর্থ এই যে. যেসব নাম আল্লাহ্র জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট, সেগুলো কোন মানুষের জন্য ব্যবহার করা তাঁর পবিত্রতার পরিপন্থী, তাই নাজায়েয। যেমন রহমান, রায্যাক, গাফফার, কুদ্দুস ইত্যাদি।---(কুরতুবী) আজকাল এ ব্যাপারে উদাসীনতার অন্ত নেই। মানুষ নাম সংক্ষেপ করতে খুবই আগ্রহী। মানুষ অবলীলাক্রমে আবদুর রহমানকে রহমান, আবদুর রায্যাককে রায্যাক এবং আবদুর গাফ্ফারকে গাফ্ফার বলে থাকে। কেউ একথা বোঝে না যে, যে এরূপ বলে এবং যে শুনে উভয়ই গোনাহ্গার হয়। এই নিরর্থক গোনাহ্ দিবারাত্রি অহেতুক হতে থাকে। কোন কোন তফসীরবিদ এ ক্ষেত্রে اسم-এর অর্থ নিয়েছেন যার নাম তার সত্তা। আরবী ভাষায় এর অবকাশ আছে এবং কোরআন পাকেও اسم শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যে কালেমাটি নামাযের সিজদায় পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন, সেটি سُبْحَانَ اسْمِ رَبِّكَ الْاَعْلٰى নয় বরং سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى ---এ থেকেও জানা যায় যে, এ ক্ষেত্রে নাম উদ্দেশ্য নয় বরং স্বয়ং সত্তা উদ্দেশ্য। ---(কুরতুবী)

বিশ্ব সৃষ্টির নিগূঢ় তাৎপর্য ঃ اَلَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى

---এগুলো সব জগৎ সৃষ্টিতে আল্লাহ্র অপার রহস্য ও শক্তি সম্পর্কিত গুণাবলী। প্রথম গুণ خلق-এর অর্থ কেবল সৃষ্টি করাই নয় বরং কোন পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে কোন কিছুকে নাস্তি থেকে আস্তিতে আনয়ন করা। কোন সৃষ্টির এ কাজ করার সাধ্য নেই; একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার অপার কুদরতই কোন পূর্বনমুনা ব্যতিরেকে যখন ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা নাস্তি থেকে আস্তিতে আনয়ন করে। দ্বিতীয় গুণ فسوّى এটা تسوية থেকে উদ্ভূত। অর্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি প্রত্যেক বস্তুর দৈহিক গঠন, আকার-আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে বিশেষ মিল রেখে তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। মানুষ ও প্রত্যেক জীব-জানোয়ারকে তার প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন। হস্তপদ ও অংগসমূহের মধ্যে এমন জোড় ও প্রাকৃতিক স্প্রিং সংযুক্ত করেছেন, যার ফলে এগুলোকে চতুর্দিকে ঘোরানো-মোড়ানো যায়। এই বিস্ময়কর মিল স্রষ্টার রহস্য ও শক্তি সামর্থ্যে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য যথেষ্ট।

তৃতীয়গুণ قَدَّرَ—تقدير-এর অর্থ কোন বস্তুকে বিশেষ পরিমাণ সহকারে সৃষ্টি

করা। শব্দটি ফয়সালা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ্র ফয়সালা। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার বস্তুসমূহকে সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি; প্রত্যেক বস্তুকে বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করে সে কাজের উপযুক্ত সম্পদ দিয়ে তাকে সে কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এটা কোন বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টির মধ্যে সীমিত নয়—সমগ্র সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্টিকেই আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং সে কাজেই নিয়োজিত করে দিয়েছেন। প্রত্যেক বস্তু তার পালনকর্তার নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। আকাশ, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি থেকে শুরু করে মানুষ, জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ সবাইকে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে যেতে দেখা যায়ঃ ابر و باد و مہ خورشید و فلک رکار درند —মাওলানা রুমী বলেছেনঃ

خاک و باد و آب و آتش بندہ اند
با من و تو مردہ با حق زندہ اند

বিশেষত মানুষ ও জীবজন্তুর প্রত্যেক প্রকারকে আল্লাহ্ তা'আলা যে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারা প্রকৃতিগতভাবে সে কাজই করে যাচ্ছে। তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা সে কাজকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হচ্ছেঃ

هر یکے را بہر کارے ساختند
میل او را در دلش انداختند

চতুর্থ গুণ فَهَدٰى—অর্থাৎ স্রষ্টা যে কাজের জন্য যাকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে সে কাজের পথনির্দেশও দিয়েছেন। সত্যিকারভাবে এ পথনির্দেশ আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিতেই অন্তর্ভুক্ত আছে। কেননা এক বিশেষ ধরনের বুদ্ধি ও চেতনা আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে দিয়েছেন, যদিও তা মানুষের বুদ্ধি ও চেতনা থেকে নিম্নস্তরের। অন্য আয়াতে আছেঃ أَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করে এক অস্তিত্ব দিয়েছেন, অতঃপর তার সংশ্লিষ্ট কাজের পথনির্দেশ দিয়েছেন। সাধারণ এ পথনির্দেশের প্রভাবে আকাশ, পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী সৃষ্টির আদি থেকে যে কাজের জন্য আদিষ্ট হয়েছে, সে কাজ হুবহু তেমনিভাবে কোনরূপ ত্রুটি ও অলসতা ব্যতিরেকে সম্পাদন করে চলেছে। বিশেষ করে মানুষ ও জীবজন্তুর বুদ্ধি ও চেতনা তো সবসময় চোখের সামনেই রয়েছে। তাদের সম্পর্কে চিন্তা করলেও বোঝা যায় যে, তাদের প্রত্যেক শ্রেণী বরং প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ নিজ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র অর্জন করার এবং প্রতিকূল পরিবেশে থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিস্ময়কর সূক্ষ্ম নৈপুণ্য শিক্ষা দিয়েছেন। সর্বাধিক বুদ্ধি ও চেতনাশীল জীব মানুষের কথা বাদ

দিন, বনের হিংস্র-জন্তু, পশু-পক্ষী ও কীট-পতঙ্গকে লক্ষ্য করুন—প্রত্যেককে নিজ নিজ প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ সংগ্রহ, বসবাস এবং ব্যক্তিগত ও জাতিগত প্রয়োজনাদি মেটানোর জন্য কেমন সব কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। এগুলো বিশ্ব স্রষ্টার তরফ থেকে প্রত্যক্ষ শিক্ষা। তারা কোন স্কুল-কলেজ থেকে কিংবা কোন ওস্তাদের কাছ থেকে এসব শিক্ষা করেনি বরং এগুলো সব সাধারণ আল্লাহ্‌র পথনির্দেশেরই ফলশ্রুতি যা أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ---এবং এই সূরার قَدَّرَ فَهَدَى আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষাও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র দান ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সর্বাধিক জ্ঞান ও চেতনা দান করেছেন এবং তাকে সৃষ্টির সেরা করেছেন। সমগ্র পৃথিবী, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী এবং এগুলোতে সৃষ্ট বস্তুসমূহ মানুষের সেবা ও উপকারের জন্য সৃজিত হয়েছে কিন্তু এগুলোর দ্বারা পুরোপুরি ও বিভিন্ন প্রকার উপকার লাভ করা এবং বিভিন্ন বস্তুর সংমিশ্রণে নতুন জিনিস সৃষ্টি করা অত্যধিক জ্ঞান ও নৈপুণ্যসাপেক্ষ কাজ। আল্লাহ্ তা'আলা প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মধ্যে এমন সুতীক্ষ্ণ জ্ঞান-বুদ্ধি নিহিত রেখেছেন যে, সে পর্বত খনন করে এবং সাগর গর্ভে ডুবে গিয়ে শত প্রকার খনিজ ও সামুদ্রিক সামগ্রী আহরণ করতে পারে এবং কাঠ, লোহা, তামা, পিতল ইত্যাদির সংমিশ্রণে প্রয়োজনীয় নতুন নতুন বস্তু নির্মাণ করতে পারে। এ জ্ঞান ও নৈপুণ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কলেজের শিক্ষার উপর নির্ভরশীল নয়। জগতের আদিকাল থেকে অশিক্ষিত নিরক্ষর ব্যক্তিরাও এসব কাজ করে আসছে। প্রকৃতিগত এ বিজ্ঞানই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দান করেছেন। অতঃপর শাস্ত্রীয় ও শিক্ষাগত গবেষণার মাধ্যমে এতে উন্নতি লাভ করার প্রতিভাও আল্লাহ্ তা'আলারই দান।

সবাই জানে যে, বিজ্ঞান কোন বস্তু সৃষ্টি করে না বরং আল্লাহ্‌র সৃজিত বস্তুসমূহের ব্যবহার শিক্ষা দেয়। এ ব্যবহারের সামান্য স্তর তো আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর এতে কারিগরি গবেষণা ও উন্নতির এক বিস্তৃত ময়দান খোলা রেখে মানুষের প্রকৃতিতে তা বোঝার যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত রেখেছেন। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে নিত্যই নতুন নতুন আবিষ্কার সামনে আসছে এবং আল্লাহ্ জানেন ভবিষ্যতে আরও কি কি আসবে। বলা বাহুল্য, এ সবই আল্লাহ্ প্রদত্ত যোগ্যতা ও প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ এবং কোরআনের একটি মাত্র শব্দ فَهَدَى -এর প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা। আল্লাহ্ তা'আলাই মানুষকে এসব কাজের পথ দেখিয়েছেন এবং তা সম্পাদন করার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা দান করেছেন। পরিতাপের বিষয়, যারা বিজ্ঞানে উন্নতি লাভ করেছে, তারা কেবল এ মহাসত্য সম্পর্কে অজ্ঞই নয় বরং দিন দিন অন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى — مرعى শব্দের অর্থ পশু-চারণ ভূমি এবং غثاء-শব্দের অর্থ আবর্জনা যা বন্যার পানির উপর ভাসমান থাকে।

احوى শব্দের অর্থ কৃষ্ণাভ গাঢ় সবুজ রং। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উদ্ভিদ সম্পর্কিত স্বীয় কুদরত ও হিকমত বর্ণনা করেছেন। তিনি ভূমি থেকে সবুজ-শ্যামল ঘাস উৎপন্ন করেছেন, অতঃপর একে শুকিয়ে কাল রং-এ পরিণত করেছেন এবং সবুজতা বিলীন করে দিয়েছেন। এতে মানুষের পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, দেহের এ সজীবতা, সৌন্দর্য, স্ফূর্তি ও চাতুর্য আল্লাহ্ তা'আলারই দান। কিন্তু পরিশেষে এসবই নিঃশেষিত হয়ে যাবে।

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ —পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরত ও হিকমতের কতিপয় বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করার পর এস্থলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নবুয়তের কর্তব্য সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ দানের পূর্বে তাঁর কাজ সহজ করে দেওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। প্রথমদিকে যখন জিবরাঈল (আ) রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কোরআনের কোন আয়াত শোনাতেন, তখন তিনি আয়াতের শব্দাবলী বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার আশংকায় জিবরাঈল (আ)-এর সাথে সাথে তা পাঠ করতেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মুখস্থ করানোর দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন এবং ব্যক্ত করেছেন যে, জিবরাঈল (আ)-এর চলে যাওয়ার পর কোরআনের আয়াতসমূহ বিশুদ্ধরূপে পাঠ করানো এবং স্মৃতিতে সংরক্ষিত করা আমার দায়িত্ব। কাজেই আপনি চিন্তিত হবেন না। এর ফলে فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ---অর্থাৎ আপনি কোন বিষয় বিস্মৃত হবেন না সে অংশ ব্যতীত যা কোন উপযোগিতার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার স্মৃতি থেকে মুছে দিতে চাইবেন। উদ্দেশ্য এই যে, কোরআনে কিছু আয়াত রহিত করার এক সুবিদিত পদ্ধতি হচ্ছে প্রথম আদেশের বিপরীতে পরিষ্কার দ্বিতীয় আদেশ নাযিল করা। এর আর একটি পদ্ধতি হলো সংশ্লিষ্ট আয়াতটিই রসূলুল্লাহ (সা) ও সকল মুসলমানের স্মৃতি থেকে তা মুছে দেওয়া। এ সম্পর্কে এক আয়াতে আছে ঃ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا অর্থাৎ আমি কোন আয়াত রহিত করি অথবা আপনার স্মৃতি থেকে উধাও করে দেই। কেউ কেউ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ -এর অর্থ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন উপযোগিতা বশত কোন আয়াত সাময়িকভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্মৃতি থেকে মুছে দিয়ে পরবর্তীকালে তা স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন এটা সম্ভবপর। হাদীসে আছে, একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন একটি সূরা তিলাওয়াত করলেন এবং মাঝখান থেকে একটি আয়াত বাদ পড়ল। ওহী লেখক উবাই ইবনে কা'ব মনে করলেন যে, আয়াতটি বোধ হয় মনসূখ হয়ে গেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসার জওয়াবে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ মনসূখ হয়নি, আমিই ভুলক্রমে পাঠ করিনি। (কুরতুবী) অতএব উল্লিখিত ব্যতিক্রমের সারমর্ম এই যে, সাময়িকভাবে কোন আয়াত ভুলে যাওয়া অতঃপর তা স্মরণে আসা বর্ণিত প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী নয়।

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى—এর আক্ষরিক তরজমা এই যে, আমি আপনাকে সহজ করে দেব সহজ পদ্ধতির জন্য। সহজ পদ্ধতি বলে ইসলামী শরীয়ত বোঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে বাহ্যত এরূপ বলা সঙ্গত ছিল যে, আমি এ পদ্ধতি ও শরীয়তকে আপনার জন্য সহজ করে দেব। কিন্তু এর পরিবর্তে কোরআন বলেছে, আপনাকে এই শরীয়তের জন্য সহজ করে দেব। এর তাৎপর্য একথা ব্যক্ত করা যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এরূপ করে দেবেন যে, শরীয়ত আপনার মজ্জা ও স্বভাবে পরিণত হবে এবং আপনি তার ছাঁচে গঠিত হয়ে যাবেন।

فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى—পরবর্তী আয়াতসমূহে নবুয়তের কর্তব্য পালনে আল্লাহ্ প্রদত্ত সুবিধাদির বর্ণনা ছিল।

এ আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই কর্তব্য পালনের আদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থ এই যে, উপদেশ ফলপ্রসূ হলে আপনি মানুষকে উপদেশ দিন। এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয় বরং আদেশকে জোরদার করাই উদ্দেশ্য। আমাদের পরিভাষায় এর দৃষ্টান্ত কাউকে এরূপ বলা যে, যদি তুমি মানুষ হও তবে তোমাকে কাজ করতে হবে। অথবা তুমি যদি অমুকের ছেলে হও তবে একাজ করা উচিত। বলা বাহুল্য, এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয় বরং কাজটি যে অপরিহার্য, তা প্রকাশ করাই লক্ষ্য। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, উপদেশ ও প্রচার যে ফলপ্রসূ, একথা নিশ্চিত, তাই এই উপকারী উপদেশ আপনি কোন সময় পরিত্যাগ করবেন না।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى—زكو -এর আমল অর্থ শুদ্ধ করা। ধন-সম্পদের যাকাতকেও এ কারণে যাকাত বলা হয় যে, তা ধন-সম্পদকে শুদ্ধ করে। এখানে تزكى -শব্দের অর্থ ব্যাপক। এতে ঈমানগত ও চরিত্রগত শুদ্ধি এবং আর্থিক যাকাত প্রদান সবই অন্তর্ভুক্ত।

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى—অর্থাৎ তারা পালনকর্তার নাম স্মরণ করে এবং নামায আদায় করে। বাহ্যত এতে ফরয ও নফল সবরকম নামায অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ ঈদের নামায দ্বারা এর তফসীর করেছেন। তাও এতে শামিল।

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا—হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন ঃ সাধারণ মানুষের মধ্যে ইহকালকে পরকালের উপর প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এর কারণ এই যে, ইহকালের নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপস্থিত এবং পরকালের নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দৃষ্টি থেকে উধাও ও অনুপস্থিত। তাই অপরিণামদর্শী লোকেরা উপস্থিতকে অনুপস্থিতের উপর

প্রাধান্য দিয়ে বসে, যা তাদের জন্য চিরস্থায়ী ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। এ ক্ষতির কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা আল্লাহ্‌র কিতাবও রসূলগণের মাধ্যমে পরকালের নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, যেন সেগুলো উপস্থিত ও বিদ্যমান। একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যাকে নগদ মনে করে অবলম্বন কর, তা আসলে কৃত্রিম, অসম্পূর্ণ ও দ্রুত ধ্বংসশীল। এরূপ বস্তুতে মজে যাওয়া ও তার জন্য স্বীয় শক্তি ব্যয় করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এ সত্যকেই ফুটিয়ে তোলার জন্য অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى অর্থাৎ তোমরা যারা দুনিয়াকে পরকালের উপর প্রাধান্য দাও, একটু চিন্তা কর যে, তোমরা কি বস্তু ছেড়ে কি বস্তু অবলম্বন করছ। যে দুনিয়ার জন্য তোমরা পাগলপারা, প্রথমত তার বৃহত্তম সুখ এবং আনন্দ ও দুঃখ-কষ্ট ও পরিশ্রমের মিশ্রণ থেকে মুক্ত নয়, দ্বিতীয়ত তার কোন স্থিরতা ও স্থায়িত্ব নেই। আজ যে বাদশাহ্, কাল সে পথের ভিখারী। আজিকার যুবক ও বীর্যবান, আগামীকাল দুর্বল ও অক্ষম। এটা দিবারাত্রি চোখের সামনে ঘটছে। এর বিপরীতে পরকাল এসব দোষ থেকে মুক্ত। পরকালের প্রত্যেক নিয়ামত ও সুখ উৎকৃষ্টই উৎকৃষ্ট—দুনিয়ার কোন নিয়ামত ও সুখের সাথে তার কোন তুলনা হয় না। তদুপরি তা اَبْقٰى অর্থাৎ চিরস্থায়ী। মানুষ চিন্তা করুক, যদি তাকে বলা হয়—তোমার সামনে দু'টি গৃহ আছে। একটি সুউচ্চ প্রাসাদ যা যাবতীয় বিলাসসামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত এবং অপরটি মামুলী কুঁড়েঘর, যাতে কোন সাজসরঞ্জামও নেই। এখন হয় তুমি এই প্রাসাদোপম বাংলো গ্রহণ কর কিন্তু কেবল এক দু'মাসের জন্য—এরপর একে খালি করে দিতে হবে, না হয় এই কুঁড়েঘর গ্রহণ কর, যা তোমার চিরস্থায়ী মালিকানায় থাকবে। এখন প্রশ্ন এই যে, বুদ্ধিমান মানুষ এতদুভয়ের মধ্যে কোনটিকে প্রাধান্য দেবে? এর পরিপ্রেক্ষিতে পরকালের নিয়ামত যদি অসম্পূর্ণ ও নিম্নস্তরেরও হত, তবুও চিরস্থায়ী হওয়ার কারণে তাই অগ্রাধিকারের যোগ্য ছিল। অথচ বাস্তবে যখন এই নিয়ামত দুনিয়ার নিয়ামতের মুকাবিলায় উৎকৃষ্ট, উত্তম ও চিরস্থায়ীও, তখন কোন বোকারাম হতভাগাই এ নিয়ামত পরিত্যাগ করে দুনিয়ার নিয়ামতকে প্রাধান্য দিতে পারে।

اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى—অর্থাৎ এই সূরার সব বিষয়বস্তু অথবা সর্বশেষ বিষয়বস্তু (অর্থাৎ পরকাল উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী হওয়া) পূর্ববর্তী সহীফাসমূহেও লিখিত আছে অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম ও মূসা (আ)-এর সহীফাসমূহে। হযরত মূসা (আ)-কে তওরাতের পূর্বে কিছু সহীফাও দেওয়া হয়েছিল। এখানে সেগুলোই বোঝানো হয়েছে অথবা তওরাতও বোঝানো যেতে পারে।

ইবরাহীমী সহীফার বিষয়বস্তু ঃ হযরত আবূযর গিফারী (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, ইবরাহীম (আ)-এর সহীফা কিরূপ ছিল? রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ এসব সহীফায় শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছিল। তন্মধ্যে এক দৃষ্টান্তে অত্যাচারী বাদশাহকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ হে ভুঁইফোঁড় গর্বিত বাদশাহ্, আমি তোমাকে ধনৈশ্বর্য

স্তূপীকৃত করার জন্য রাজত্ব দান করিনি বরং আমি তোমাকে এজন্য শাসনক্ষমতা অর্পণ করেছি, যাতে তুমি উৎপীড়িতের বদদোয়া আমা পর্যন্ত পৌঁছতে না দাও। কেননা, আমার আইন এই যে, আমি উৎপীড়িতের দোয়া প্রত্যাখ্যান করি না, যদিও তা কাফিরের মুখ থেকে হয়।

অপর এক দৃষ্টান্তে সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ বুদ্ধিমানের কাজ হল, নিজের সময়কে তিনভাগে বিভক্ত করা। এক ভাগ তার পালনকর্তার ইবাদত ও তাঁর সাথে মুনাজাতের, এক ভাগ আত্মসমালোচনার ও আল্লাহ্‌র মহাশক্তি এবং কারিগরি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার এবং এক ভাগ জীবিকা উপার্জনের ও স্বাভাবিক প্রয়োজনাদি মেটানোর।

আরও বলা হয়েছে ঃ বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য এই যে, সে সমসাময়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকবে, উদ্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত থাকবে এবং জিহবার হিফাযত করবে। যে ব্যক্তি নিজের কথাকেও নিজের কর্ম বলে মনে করবে, তার কথা খুবই কম হবে এবং কেবল জরুরী বিষয়ে সীমিত থাকবে।

মূসা (আ)-র সহীফার বিষয়বস্তু ঃ হযরত আবূযর (রা) বলেন ঃ অতঃপর আমি মূসা (আ)-র সহীফা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এসব সহীফায় কেবল শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুই ছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি বাক্য নিম্নরূপ ঃ

আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে বিস্ময়বোধ করি, যে মৃত্যুর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। অতঃপর সে কিরূপে আনন্দিত থাকে! আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে বিধিলিপি বিশ্বাস করে, অতঃপর সে কিরূপে অপারক, হতোদ্যম ও চিন্তাযুক্ত হয়! আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে দুনিয়া, দুনিয়ার পরিবর্তনাদি ও মানুষের উত্থান-পতন দেখে, সে কিরূপে দুনিয়া নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে। আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে পরকালের হিসাব-নিকাশে বিশ্বাসী। অতঃপর সে কিরূপে কর্ম পরিত্যাগ করে বসে থাকে? হযরত আবূ যর (রা) বলেন ঃ অতঃপর আমি প্রশ্ন করলাম ঃ এসব সহীফার কোন বিষয়বস্তু আপনার কাছে আগত ওহীর মধ্যেও আছে কি? তিনি বললেন ঃ হে আবূ যর, এ আয়াতগুলো সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ কর--- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ——(কুরতুবী)